দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা

শিক্ষক সংকটসহ শত সমস্যা

সিলেট হইতে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ॥ শতাব্দী প্রাচীন সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সরকারী আলিয়া মাদ্রাসাটি নানা সংকট আর সমস্যার কবলে পড়িয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছে। এক সময়ের গৌরবময় এই প্রতিষ্ঠানে এখন চলিতেছে শিক্ষকের সংকট। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য এনাম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ৫৫ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১২ জন কর্মরত আছেন। ৪৩টি পদই শূন্য। বিগত ১৫ বছর যাবৎ আরবী ও ইসলামিয়াতের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। শিক্ষক সংকটের কারণে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ঘন্টা অনুযায়ী ক্লাস হয় না।

১৯১৩ সালে সিলেট শহরের চৌহাট্টায় সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরবময় অধ্যায়ের অধিকারী এই প্রতিষ্ঠানটি এখন নানা কারণে তাহার অতীত গৌরব আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। দিনে দিনে সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় সকলের অলক্ষ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। ১৯৮৩ সালে এনাম কমিশনের রিপোর্টে মাদ্রাসাটিকে স্নাতকোত্তর গ্রেডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখানো হইয়াছে। কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী মোট ৬টি বিষয়ের জন্য ২২টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে ২০জন শিক্ষকের পদ ছিল। বর্তমানে শিক্ষকের পদ অপ্রতুল। বেশীরভাগ পদই মৃত্যু, বদলি অবসরজনিত কারণে শূন্য রহিয়াছে। এই স্তরটিতে পদোন্নতি ও নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদান অচল হইয়া পড়িতেছে। ফলে বিভিন্ন বর্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষা ক্লাসসমূহ তথা একাডেমিক কার্যক্রম মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দাখিল পরীক্ষায় ছাত্ররা গত কয়েক যুগেও মেধা তালিকায় যাইতে পারিতেছে না।

কুরআন, হাদিস, আরবী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, ইংরেজী, গণিত, অর্থনীতি, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, উর্দু ও ফার্সীর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সহকারী অধ্যাপকের ১২টি পদ শূন্য রহিয়াছে। কর্মরত রহিয়াছেন তাফসীরের ১জনম সহকারী অধ্যাপক মাত্র ১ জন, সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপকও ১ জন মাত্র আছেন। ইহাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ১৪টি প্রভাষক পদের মধ্যে কর্মরত আছেন আরবী সাহিত্যের ২ জন, ইসলামের ইতিহাসে ১ জন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ২ জন প্রভাষক। আলিয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষের পদটি অবসরজনিত কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। জানা যায় ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি শিক্ষাদান ছিল। কিন্তু ইহার পর হইতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি নানা অবহেলা। অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার মত মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বিসিএস পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা চালু না করিয়া ক্যাডার সার্ভিসের নামে পূর্বের নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন করায় বছরের পর বছর শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে।

সিলেটে আলিয়ায় কামিল পাস করার পর উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় যাইতে হয়। অনেকের ফিকাহ, তাফসীর ও আদবসহ অন্যান্য বিষয়ে পড়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসংগতির কারণে ঢাকায় যাইয়া পড়া সম্ভব হয় না। তাই প্রতি বছর শত শত ছাত্র মাদ্রাসার উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অথচ এই তিনটি গ্রুপ চালুর দাবী দীর্ঘদিনের।

৮৫ বছর পূর্বে হযরত শাহ-জালালের স্মৃতিধন্য মাজার শরীফ সংলগ্ন ৭ দশমিক ১৭ একর ভূমির উপর সিলেট আলিয়া মাদ্রাসাটি চালু হয়। প্রথমে জুনিয়র সেকশন পরে কলকাতার আলিয়ার অনুকরণে সিনিয়র সেকশনও চালু হয়। ১৯৩৫ সনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আবুনছর মোঃ ওহীদ এই মাদ্রাসায় কামিল সেকশন অনুমোদন করেন।

প্রায় দেড়হাজার ছাত্রের জন্য রহিয়াছে মাত্র দুই ব্লক বিশিষ্ট-মান্ধাতা আমলে নির্মিত টিনশেডের একটি জরাজীর্ন ছাত্রাবাস। কিন্তু এই ছাত্রাবাসে মাত্র ২৪ জন ছাত্রের স্থান সংকুলান হয়। জানাযায় এই মাদ্রাসায় ৩ শত শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, সিলেটের এই ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদ্রাসার প্রায় দেড় একরের মত জমি বেহাত হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাসার কোন সীমানা দেওয়াল না থাকায় সিলেটে এই মূল্যবান জমির কোন হদিস পাওয়া যাইতেছে না।